বাংলার থিয়েটার—কলকাতার থিয়েটার—আমার থিয়েটার

কল্লোল ভট্টাচার্য

বাংলার থিয়েটার না কলকাতার থিয়েটার

এখনো পর্যন্ত বাংলার থিয়েটার বলতে কলকাতার থিয়েটারটাকেই বোঝানো হয়। বাংলা থিয়েটার নিয়ে আলাপ আলোচনায় শুধুই স্থান পায় কলকাতার থিয়েটার চর্চা। সেই কলকাতায় এখন অনেক থিয়েটার হচ্ছে। অনেক দল। অনেক নাটক। অনেক বিজ্ঞাপন। অনেক প্রচার। অবশ্য এখনো পর্যন্ত বেশিরভাগটাই ওই গল্প নির্ভর, চরিত্র নির্ভর, সংলাপ নির্ভর মঞ্চ নাটক। এই থিয়েটারটা এসেছিল ইউরোপ থেকে। প্রথম যখন ইউরোপিয়ান থিয়েটারটা চিন দেশে আসে তখন চিনারা ব্যঙ্গ করে এটাকে 'টকি' থিয়েটার বলতো। শুধুই 'টক' করে— শুধুই কথা বলে তাই। এই 'টকি' থিয়েটারটার চর্চায় কলকাতার বেশিরভাগ দল নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন। থিয়েটার দেখার বিষয়। লোকে নাটক দেখতে আসে। এই থিয়েটারটার মধ্যে দেখার থেকে শোনা আছে বেশি। বেশিরভাগটাকেই চোখ দিয়ে নয় কান দিয়ে দেখতে হয়। এনারা স্তানিস্লাভস্কি থেকে মায়ার হোল্ড হয়ে ব্রেখট পর্যন্ত এসে থেমে গেছেন। তারপর থিয়েটার নিয়ে যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা-বারবার থিয়েটারটার ভাষা পাল্টে দেওয়া, থিয়েটারের নতুন নতুন ভাষা তৈরি হয়ে চলেছে— এসব কথা বা জের্জি গ্রোটোভস্কি, অগাস্টো বোয়াল, পিটার ব্রুক, জুলিয়ান বেক, শেখনার, পিটার সুম্যান, ইউনিজনিও হয়ে আজকের টাডাশা সুজুকি, রবার্ট উইলসন্ যারা থিয়েটার এর ভাষাকে বারবার পাল্টে দিলেন এমনকি নিজেদের দেশে কোথায় কিভাবে কাজ হচ্ছে কি ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তার থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রেখে এবং নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে থিয়েটার চর্চা হয়ে চলেছে কলকাতায়। আজকের সময়ে সারা পৃথিবীতে তিন ধরনের নাটক খুব বেশি করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এক Dance Theatre (আমাদের পরিচিত নৃত্যনাট্য নয়) দুই Black Box বা Studio Theatre, তিন Site specific (একটি এলাকা বা নির্দিষ্ট স্থানকে ব্যবহার) থিয়েটার। এই থিয়েটার চর্চা থেকে বহুদূরে কলকাতার থিয়েটার। এমনকি প্রথাগত মঞ্চ নাটকে যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা প্রয়োগ পদ্ধতি তার কোন নিদর্শন কলকাতার বেশিরভাগ থিয়েটারের মধ্যে নেই।

একটা ভালো থিয়েটার গড়ে তোলার জন্য যে সময়, পরিশ্রম, চিন্তা-ভাবনা, পড়াশোনা-গবেষণা বা প্রয়োজন তার অভাব দেখা দিয়েছে, কলকাতায় যারা থিয়েটার করছেন তাঁদের

প্রায় সকলের মধ্যে। কাজ অনেক হচ্ছে। কিন্তু খুব দ্রুত তাড়াতাড়ি কিছু একটা করে ফেলা। সকলের সমান অংশগ্রহণে, পরিশ্রমে, ধীরে ধীরে— একটা ভালো কাজ গড়ে ওঠা তার নিদর্শন এই সময়কালে প্রায় নেই বললেই চলে। প্রায় সকলেরই একটাই ধরন। একটাই গড়ন।

পাশাপাশি আর একটা প্রবনতা দেখা দিচ্ছে— গ্রুপ থিয়েটার এর ভাবনা থেকে অর্থাৎ একদল মানুষের একত্রিত হয়ে একটা দল গড়া এবং একটা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিশ্বাস, আদর্শ বোধ, নিজস্বতা তার উপর দাঁড়িয়ে থিয়েটার করা— এখান থেকে সরে আসছে কলকাতা। দল বলে কিছু থাকছে না। থিয়েটার করতে গেলে কোন দল লাগছে না। কয়েকজন পেশাদার, নামি-দামী অভিনেতার সাথে চুক্তি-র মাধ্যমে কাজ হচ্ছে। দলগত নৈপুণ্য, দলগত পরিচয় বাদ দিয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে ব্যক্তিগত পরিচয়। এখন কলকাতার বেশিরভাগ থিয়েটারই শুধুই স্টার নির্ভর থিয়েটার। বিজ্ঞাপনগুলো দেখলেই বোঝা যাবে। আছে কয়েকটি নাম। সেই নামগুলোই ফিরে ফিরে আসে। সেই নামগুলোকে বিক্রি করেই বেঁচে আছে কলকাতার থিয়েটার।

কলকাতার বাইরে বাংলার থিয়েটার

কলকাতার বাইরে যে বৃহৎ বঙ্গ রয়েছে সেখানেই রয়েছে সবথেকে বেশি নাটকের দল। সব থেকে বেশি মানুষ। তাই সবথেকে বেশি দর্শক। কলকাতার বাইরে যেটাকে জেলার নাটক বলা হয় (কলকাতাও কিন্তু একটা জেলা) সেখানে এখন অনেক দল ভালো কাজ করছেন। এরকম কয়েকটি দলকে বাদ দিলে বাকি দলগুলি কলকাতার থিয়েটারটাই একমাত্র থিয়েটার এটা ধরে নিয়েই থিয়েটার চর্চা করেন। তাই কলকাতার বাইরের থিয়েটারটা এখনো পর্যন্ত কলকাতার অক্ষম অনুকরণ। আমাদের বাংলার থিয়েটারের যারা প্রতিনিধিত্ব করেন তারা নিজেরা কলকাতায় থিয়েটার করেন। তারা নিজেরা যেটা করেন বা করতে পারেন সেটার কথা বলেন। সেই থিয়েটারটার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এনাদের কাজ দেখে বাকি জেলাগুলিতে নাটকের দলগুলি কাজ করেন। কলকাতার থিয়েটার-এর লোকেরা যা শেখান তাই শেখে জেলার দলগুলি। তাদের কথাকে বেদবাক্য বলে মনে করে বছরের পর বছর থিয়েটার করে চলেন জেলার নাট্যদলগুলি। এই দলগুলির কাছে কলকাতার পরশ পাওয়া, সান্নিধ্য পাওয়া, কলকাতায় পৌঁছাতে পারাটাই হয়ে ওঠে চরম এবং একমাত্র লক্ষ্য। জানা-বোঝা, দেখা সবটাই আটকে থাকে ঐ কলকাতায়। তাই সারাজীবনের জন্য অজানা থেকে যায় জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরের থিয়েটারটার কথা। এবং এদেরকে জানানোও হয় না। জানতে দেওয়াও হয় না। অথচ কলকাতার বাইরে সারা বাংলায় রয়েছে ভালো থিয়েটার গড়ে ওঠার সব উপাদান ও সম্ভাবনা। এত বছর ধরে কলকাতার থিয়েটারকে অক্ষম অনুকরণ করতে গিয়ে জেলায় জেলায় নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে, চারপাশে থাকা অজস্র উপাদানকে ব্যবহার করে সেখানকার মানুষদের নিয়ে, সেখানকার মানুষদের জন্য যে নিজস্ব থিয়েটার গড়ে ওঠার কথা ছিল তা হল না।

যা হতে পারে বা হওয়া উচিত (আমার থিয়েটার)

আমাদের সংস্কৃতি এত সমৃদ্ধ যে সেই সংস্কৃতির ব্যবহারে অতি সমৃদ্ধ থিয়েটার বানানো যায় গ্রামাঞ্চলে থেকে, জেলায় থেকে। থিয়েটার একটা যৌগিক শিল্পকলা। অনেক মৌলিক শিল্পকলা যেমন— নাচ, গান, ছবি, কথকতা ইত্যাদি ব্যবহারে, সংমিশ্রণে থিয়েটার তৈরি হয়। আমাদের চারপাশে রয়েছে অজস্র উপাদান। অনেক অনেক ভিন্ন ভিন্ন শিল্পকলা। সেগুলির ব্যবহারেই হতে পারে ভালো থিয়েটার। সেই থিয়েটারটাই শক্তিশালী-যেটা নিজস্ব সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। থিয়েটারের জগৎ কল্পনার জগৎ। থিয়েটারে থাকতে হবে কল্পনার বিস্তার। কতটা কল্পনা করা যাচ্ছে, কতটা কল্পনার বিস্তার ঘটছে তার উপর নির্ভর করছে কতটা ভালো থিয়েটার হবে। বাস্তবকে বাস্তবের মতো করে দেখানোটা কোন শিল্প কলারই কাজ নয়। থিয়েটারেরও কাজ নয়। বাস্তবের রূপের উপর দাঁড়িয়ে ভিন্ন রূপ তৈরি করতে হবে। যা সেই বিষয়কে, ঘটনাকে, চরিত্রকে ভিতর থেকে বুঝতে, বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবে। একটি দলে সকলের সমান অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটা থিয়েটার গড়ে ওঠে। আবার দর্শকের অংশগ্রহণ না ঘটলে, দর্শকের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা না গেলে সেই থিয়েটার কোন গুরুত্ব নেই। থিয়েটার করতে গেলে দু'দল মানুষের, একদল অভিনেতা অন্য দল দর্শক। কোন একটি সময়ে, কোন একটা স্থানে এই দু'দল মানুষের প্রয়োজন উপস্থিতিতে থিয়েটার হয়। শুধু পেশাদারী সম্পর্ক নয়, মানবিক সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে থাকে থিয়েটার। থিয়েটার করা মানে একসাথে থাকা, একসাথে বাঁচা। অন্যদিকে থিয়েটার করার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান (space) প্রয়োজন। একটা নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া কোনভাবেই থিয়েটার করা সম্ভব নয়। এখনো পর্যন্ত আমাদের বাংলায় মূলত তিন ধরনের স্থানকে ব্যবহার করা হয় প্রথাগত ভাবে। এক মঞ্চ, দুই মুক্ত মঞ্চ, তিন কোন হল বা ঐ জাতীয় কোন খুবই ছোট অন্তরঙ্গ (intimate) স্থান। প্রথাগত থিয়েটার চর্চার উপযোগী কোন পরিকাঠামো বা সুবিধা গ্রামবাংলায় তো বটেই এমনকি জেলা শহরগুলিতেও নেই। কিন্তু জেলায় জেলায় বিশেষত গ্রামবাংলায় রয়েছে নানা ধরনের স্থান (space) । থিয়েটার যে কোন স্থানকে ব্যবহার করেই গড়ে উঠতে পারে। এই সমস্ত স্থানগুলিকে ব্যবহার করে একটা নিজস্ব রীতির থিয়েটার গড়ে উঠতে পারে জেলায়, জেলায় বিশেষত গ্রামবাংলায়। যা বাংলা থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করবে।

এখন সত্যিকারের থিয়েটার, ভালো থিয়েটার, আন্তর্জাতিক মানের থিয়েটার হতে পারে একমাত্র কলকাতার বাইরে যে বৃহৎ বঙ্গ রয়েছে সেখানে। গ্রামবাংলায়। জেলায় জেলায়। শুধু জানতে হবে কোনটা থিয়েটার। আধুনিক থিয়েটারটা এখন কোন জায়গায় রয়েছে। কতভাবে থিয়েটার হচ্ছে, হতে পারে। প্রয়োজন থিয়েটার সম্পর্কে এতকালের সযত্নে লালিত ধারনাটার পরিবর্তন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বেরিয়ে ভাবতে শেখা। কলকাতার থিয়েটার চর্চা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে শুরু করতে হবে নিজস্ব, দেশজ, আধুনিক ও আন্তর্জাতিক থিয়েটার গড়ার কাজ। বাংলার থিয়েটার মানে শুধু কলকাতা নয়। কলকাতার বাইরে যে বৃহৎ বঙ্গ

রয়েছে সেখানকার থিয়েটার। এটা প্রমাণ করার দায় রয়েছে যারা কলকাতার বাইরে জেলায় জেলায়, গ্রামবাংলায় কাজ করছেন তাঁদের। থিয়েটার করতে গেলে দু'দল মানুষের প্রয়োজন। থিয়েটারের মূল শক্তি মানুষ। তাই যেখানেই মানুষ আছে সেখানেই থিয়েটার আছে। মানুষ থাকলে থিয়েটারও থাকবে। শুধু সময়ের সাথে খুঁজে নিতে হবে থিয়েটারের সমকালীন ভাষা, করণ কৌশল, প্রয়োগ পদ্ধতি। থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখে থিয়েটারের দর্শক। সময়ের সাথে দর্শক যেমন পালটান, নিজেকে ঠিক তেমনি থিয়েটারকেও পালটাতে হবে।